প্রথম আলো

তারিখ ... 27 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

আইন লঙ্ঘনকারীদের প্রতি নমনীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়!

অর্ধেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি

মোশতাক আহমেদ ●

আইন অমান্য করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে 'কঠোর' ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু বাস্তবে নমনীয়তা দেখানোর অভিযোগ উঠেছে।

নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিয়ে গতকাল রোববার চতুর্থবারের মতো সময় বাড়িয়েছে মন্ত্রণালয়। এর ফলে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও ২০ মাস সময় পেল ৩৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮টি। এখন পর্যন্ত ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তিনটি সম্প্রতি অনুমোদন পাওয়া। আর প্রতিষ্ঠার পর সাত বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়া ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১০ বছর আগে। প্রতিষ্ঠার পর সাত বছর অতিক্রান্ত না হওয়ায় বাকি ২৩টির নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য এখনই বাধ্যবাধকতা নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গতকাল

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

আইন লঙ্ঘনকারীদের প্রতি নমনীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সভা করে নতুন করে সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এবার শেষবারের মতো সময় দেওয়া হয়েছে। এর পরও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করা হবে। তখন ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না।

মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, ছয় মাস আগেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে সময় দেওয়া হয়েছিল। তার আগে ২০১০ ও ২০১২ সালের জানুয়ারিতেও সময় দেওয়া হয়।

নিজস্ব ক্যাম্পাস যাদের : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো নর্থ সাউথ, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইস্ট ওয়েস্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষা কার্যক্রম মহাখালী ক্যাম্পাসেও পরিচালিত হচ্ছে), প্রিমিয়ার, স্টামফোর্ড, সিটি ইউনিভার্সিটি (এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম বনানী ক্যাম্পাসে পরিচালিত হচ্ছে), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, বিজিসি ট্রাস্ট চট্টগ্রাম (নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকলেও আদালতের রায় নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে অননুমোদিত ক্যাম্পাস চালাচ্ছে), জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় ও রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষের তিনটি নতুন অনুমোদন পাওয়া।

নির্মাণাধীন ক্যাম্পাসে চারটি : এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নির্মাণাধীন নিজস্ব ক্যাম্পাসে আংশিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। এগুলোকেও ছয় মাস আগে নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার দেওয়া হলো ২০ মাস সময়। এগুলো হলো শান্ত-মরিয়ম ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অব সায়েন্সেস ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি।

ফাউন্ডেশনের জমিতে পাঁচটি : নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের নামে কেনা জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলোও একই সময় পেল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল, দি মিলেনিয়াম, পিপলস ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।

নির্মাণাধীন ক্যাম্পাস চারটির, নকশা তিনটির : চারটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে। এগুলো হলো আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, লিডিং ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া নকশা করলেও নির্মাণ শুরু করেনি গ্রিন, ওয়ার্ল্ড ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি।

জমি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে যারা : আটটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমি কিনলেও ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নকশার অনুমোদন পায়নি এবং জমি ব্যবহারের অনুমতি অর্জন করেনি। তবে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ছয় মাস আগে এগুলোকে এক বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে হয়েছিল। এখন তারা নতুন করে আরও সময় পেল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন, ইউনাইটেড, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, রয়েল, লিবারেল আর্টস ও উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়।

নকশা প্রণয়ন করেনি নয়টি : নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমি কিনেছে, তবে জমি ব্যবহারের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেনি এবং ভবন নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন করেনি। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি, প্রাইম এশিয়া, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, আশা ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা, সাউদার্ন, নর্দান ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি।

এ ছাড়া প্রাইম ও অতীশ দীপঙ্করসহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমি আছে। ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে জমি নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে আদালতে মামলা আছে। দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় চার ভাগে বিভক্ত হয়ে সারা দেশে সনদ-বাণিজ্য করছে বলে অভিযোগ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মামলা একই আদালতে এনে শিগগিরই নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি সরকার বন্ধ করলেও তারা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সময় দিলেও নিজস্ব জমিতে যথাযথভাবে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কোনো কোর্স, প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট বা অনুষদ খোলার অনুমোদন দেওয়া হবে না।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গতকালের সভায় নর্দান, সাউদার্ন, এশিয়ান, দারুল ইহ্সান, প্রাইমসহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস নিয়ে মামলা রয়েছে, সেগুলো একটি আদালতে এনে দ্রুত ওনানির ব্যবস্থা করা এবং শিগগিরই শাখা ক্যাম্পাস বন্ধের উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রয়োজনে বিরোধপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। আর যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই, সেগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।